ওয়ারফেইজ

নতুন এবং সৃষ্টিশীল কিছু করাই তরুনদের ধর্ম। 'ওয়ারফেইজ '- ই বা কেন এ ক্ষেত্রে দূরে সরে রবে? ৮০-র দশকে সকলে যখন তুমি-আমি, ফুল-পাখি আর চাঁদের গান শুনতে শুনতে অভ্যাস কিংবা বিরক্ত হয়ে পড়েছেন তখনই তাদের নতুন কিছু উপহার দিতেই যেন 'ওয়ারফেইজ ' এর আগমন '৮৪-র ৫ই জুন। সে সময় দলটি গঠন করেন পাঁচ উদ্যামী তরুন মিউজিশিয়ান- কমল (বেজ গীটার), হেলাল (ড্রামস্), মীর (লীড গীটার), নাইমুল (লীড গীটার) ও বাপ্পী (ভোকাল)। দলের প্রত্যেকেই মিউজিকের 'মেটাল' ধারাটির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং অনেক খুঁজে ফিরে কমল শেষ পর্যন্ত দলের নাম 'ওয়ারফেইজ' রাখেন । তবে তখন কার্যক্রম সেরকম বিস্তৃত না থাকায় তাদের পরিচিতিটা ছিলো নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে। 'ওয়ারফেইজ' সঙ্গীত প্রেমীদের মন জয় করে নেয় '৯১-এ প্রকাশিত তাদের প্রথম অ্যালবামের মাধ্যমে।

এই লাইন আপ নিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারলনা দলটি। পারিবারিক কারনে হেলাল (ড্রামস্), মীর (লীড গীটার) ও বাপ্পী (ভোকাল) দল ত্যাগ করলে কমল বেজ ত্যাগ করে লীড গীটার ধরেন এবং বেজ এ বাবনা, ড্রামস্ এ টিপু ও অনেকের ইন্টারভিউ-র পরে রেশাদকে ভোকাল হিসেবে নেওয়া হয়। এরপরপরই নাইমুল আমেরিকা চলে গেলে দলে দ্বিতীয় গীটারিস্ট এর অভাব দেখা দেয়। সে সময় ওয়ারফেইজ (Warfaze), রকস্ট্রার্টা (Rockstrata), ইন ঢাকা (In Dhaka) ও এইসেস (Aces) -এই চারটি মেটাল দল ছিলো এবং দলগুলো একে অপরকে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করত। ইন ঢাকা-র মাশুক তখন গেস্ট গিটারিস্ট হিসেবে ওয়ারফেইজ এ বাজায়। ফুয়াদও তার সাথে গেস্ট আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করে। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পরে রেশাদ এর সাথে দলের বনিবনা না হওয়ায় সে দল থেকে বাদ পড়ে। এবং নিজেদের ব্যস্ততার কারনে মাশুক ও ফুয়াদও ওয়ারফেইজে সময়দিতে ব্যর্থ হয়। দলের জন্য তখন ভোকাল ও কীবোর্ডিস্ট খোঁজা হয় এবং '৯০তে সঞ্জয় (ভোকাল) ও রাসেল (কীবোর্ডিস্ট এবং সেকেন্ড লীড ও ভোকাল) ওয়ারফেইজ এর সদস্য হন। তখন তাদের লাইন-আপ দাঁড়ালোঃ

সঞ্জয়-ভোকাল
কমল-লীড গীটার
বাবনা-বেজ ও ভোকাল
রাসেল-কীবোর্ডস্ ও লীড গীটার
টিপু-ড্রামস্ ও পারফিউশনস্

বলা যায় বেশ কয়েকবার বিক্ষিপভাবে লাইন-আপ পরিবর্তনের পর এটিই ছিলো ওয়ারফেইজ-এর প্রথম স্থায়ী লাইন-আপ এবং এই লাইন-আপ নিয়েই তারা তাদের প্রতিভা প্রকাশ শুরু করে।

গোঁড়া থেকেই ওয়ারফেইজ কেবল জনপ্রিয় ইংরেজী গানগু লো পরিবেশন করত এবং সেগু লো নিয়ে তারা প্রথম স্টেজ শো করে সোনারগাঁ হোটেলে '৮৭তে। সেই শো তে তাদের পারফরমেন্স এর প্রশংসা করেন উপস্থিত দর্শক শ্রোতারা। একসময় ডাক আসে বামবা থেকে ('৯০-এর দিকে)। বামবা-র তখনকার প্রেসিডেন্ট মাকসুদ তাদের বাংলা গান করতে বলেন। অতঃপর '৯১ সালের ২৬ শে এপ্রিল ঢাকা বিশবিদ্যালয়ে বামবা আয়োজিত কনসার্টে ইংরেজী গানের পাশা-পাশি নিজেদের বাংলা গান করে শ্রোতাপ্রিয়তা পায় ওয়ারফেইজ। বলা যায় তখন থেকেই পরিচিতি পেতে শুরু করে এই বাংলা মেটাল দলটি।

এর পরপরই ওয়ারফেইজ সহ অন্য তিনটি দলের প্রায় আটজন সদস্য উচ্চ শিক্ষার্থে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। নিজস্ব কার্যক্রম বন্ধ করার আগে দলগু লো একটি অ্যালবাম সুভ্যেনির হিসেবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন যেখানে চারটি দলের প্রত্যেকটির তিনটি করে নিজস্ব বাংলা গান থাকবে। কিন্তু দেখা গেল নিজেদের আলাদা একক অ্যালবাম বের করার মতো পর্যাপ্ত গান ওয়ারফেইজ এর সংগ্রহে আছে এবং তারা তাই করার সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে সমস্ত কাজ কর্ম শেষ করে ১৯৯১ এর ২৮শে জুন তারা সারগাম থেকে 'ওয়ারফেইজ' নামে নিজেদের সেলফ্ টাইটেল অ্যালবাম বের করে। এই অ্যালবাম রিলিজের আগেই কমল তার যাবতীয় কাজ শেষ করে আমেরিকা পাড়ি জমান '৯১ এর ৪ঠা জুন। প্রথম যখন অ্যালবামটি বাজারে আসে তখন এতে ছিলোনা প্রচলিত ধারার কোন মিউজিক, ছিল ভিন্ন স্বাদের নতুন কিছু , যা প্রথম প্রথম প্রেম-ভালবাসার গান শুনে অভ্যাস সঙ্গীতজ্ঞরা ধরতে তথা সহজভাবেগ্রহন করতে পারেনি; করেছে তীব্র সমালোচনা।

স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা মন খারাপ হয়েছে দলের সদস্যদের, কিন্তু হতাশ হয়নি। তবে তারা এটাও ভাবতে পারেনি বের হওয়ার ৫/৬ মাসের মধ্যে পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে তাদের কার্যক্রম, শ্রোতা ও ভক্তদের দারুন চাহিদার কারনে। ঠিক ৫ মাস পরে সুপারহিট হলো 'একটি ছেলে', 'বসে আছি', 'কৈশোর' ----সহ প্রায় প্রতিটি গান । কারন এতদিন পর সাধারন গানের মধ্যে ভিন্ন স্বাদ পেয়ে গেছে শ্রোতারা , ধরতে পেরেছে ওয়ারফেইজ এর পরিবর্তন। ফলে অনেকগু লো শো-এর অফার পায় দল। কিন্তু পারফর্ম করতে ব্যর্থ হয় কমল এর অনুপস্থিতির কারণে। শত ব্যস্তার মাঝে এক সময় ছুটি পেয়েই দেশে চলে আসেন কমল এবং তাকে নিয়ে ওয়ারফেইজ, অ্যালবাম প্রকাশের পরের প্রথম কনসার্টটি করে রাওয়া ক্লাব মাঠে ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯২। এই শো-এর পরপরই জনপ্রিয়তার শীর্ষে চলে যায় দলটি।

ফলে সারগাম থেকে দ্বিতীয় অ্যালবাম প্রকাশের অফার পায় তারা এবং বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে '৯৪ এর ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রোতারা পায় তাদের দ্বিতীয় অ্যালবাম 'অবাক ভালবাসা'। অ্যালবামটি ওয়ারফেইজ এর ভক্তদের দারুন ভাবে নাড়া দিলেও দলের মতে এটি ছিলো একটি 'এক্সপেরিমেন্টাল' অ্যালবাম এবং ভক্ত, শ্রোতা ও সমালোচকদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে, "প্রথম অ্যালবাম এর মতো হয়নি"—এই কথাটি। কিন্তু এই অ্যালবামেরই টাইটেল সং 'অবাক ভালবাসা' দিয়েই '৯৪ সালে ওয়ারফেইজ পেয়ে যায় কোকাকোলা মিউজিক অ্যাওয়ার্ড। এই অ্যালবাম বেরুবার আগেই রাসেল আমেরিকা চলে যান, তার দেশে আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়েই শেষ হয় অ্যালবামের কাজ। অ্যালবাম রিলিজের কয়েকমাস পর তিনি দলত্যাগ করেন এবং তখন থেকে ওয়ারফেইজ এর প্রতিটি লাইভ শো তে তুমুল সহযোগীতা করে আসছে নিটোল।

রাসেল চলে যাওয়ার পর গেষ্ট আর্টিস্ট হিসেবে আসে ফুয়াদ এবং সে তৃতীয় অ্যালবাম 'জীবনধারা'-তেও কাজ করে। অ্যালবামটি '৯৭এর ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয় । দ্বিতীয় অ্যালবামটি বেশ 'হার্ড' হয়ে যাওয়ায় অনেকের কাছ থেকে অনুরোধ ও প্রোডাকশন এর কারনে এটি ছিল বেশ 'সফট্'। কিন্তু বের হওয়ার পর এ ব্যাপারে তারা কমপেইন পান ওয়ারফেইজ এর 'রিয়েল' ভক্তদের কাছে —"সফট্ হলো কেন ? আগের মতো হয়নি কেন ? ", তবে শেষ পর্যন্ত এই অ্যালবামটিও সাফল্য পায়। এর কাজ শুরু করার আগেই উচ্চ শিক্ষার জন্য বাবনা দেশ ত্যাগ করেন এবং তার দেশে যাতায়াতের মধ্যেই অ্যালবামটির কাজ শেষ হয়। 'জীবনধারা' প্রকাশের পর একই বছর ওয়ারফেইজ তিনটি বেশ বড় ধরনের কনসার্ট করে -এর মধ্যে দুটি ছিলো সুলতানা কামাল উইমেন্স কমপেক্সে এবং শো দু'টি ছিলো 'কনসার্ট ফর লাইফ'।

'জীবনধারা'—র কাজ করার সময় সাউন্ডটেক এর একটি ব্যান্ড মিক্স 'ধুন'-এ 'মনে পড়ে' ও 'মুক্তি চাই গান' দু'টি বের হয় এবং দুটি গানই সুপার হিট হয়। পরে '৯৮ এ নক্ আউট ক্রিকেট এর উপর আরেকটি মিক্সড্ অ্যালবাম 'হিট, রান এন্ড আউট'- এও একটি গান করে ওয়ারফেইজ।

চতুর্থ অ্যালবাম 'অসামাজিক' বের হয় '৯৮ এর ২রা এপ্রিল । এটি বেশ সম্ভাবনাময় ছিলো এবং অ্যালবামটির কয়েকটি গান হিট করলেও সঞ্জয় অ্যালবামটি রিলিজের পরপরই মিউজিক থেকে সরে দাঁড়ানোয় ওয়ারফেইজ-এর শো এর অক্ষমতার কারণে 'অসামাজিক' সেরকম সফলতা পায়নি। এই অ্যালবামে বাবনা আর থাকতে না পারায় দলে বেজ গীটারিস্ট হিসেবে সুমন এবং দ্বিতীয় লীড গীটার ও কীবোর্ডে আসেন জুয়েল; ফুয়াদও এসময় স্থায়ী ভাবে দলে যোগ দেয়। অ্যালবামটি রিলিজের পর সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়ায় ওয়ারফেইজ। প্রফেশন ও নিজস্ব মিউজিক নিয়ে ব্যস্ হয়ে পড়েন সুমন ও ফুয়াদ; দলের এ অবস্থা দেখে মাইলসে যোগ দেন জুয়েল। আর দলত্যাগের মধ্যে দিয়ে মিউজিক থেকে পাকাপাকি ভাবে সরে দাঁড়ান সঞ্জয়। ফলে এই সাময়িক বিরতিটা দিতেই হয় ওয়ারফেইজ -কে। পরবর্তীতে '৯৯ এর শেষ দিকে আবার পুর্ণ উদ্যামে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে ওয়ারফেইজ, দাঁড় করায় একটি স্থায়ী ও সম্ভাবনাময় নতুন লাইন আপ। এসময় ওয়ারফেইজ পরিবারের সাথে পূর্ব থেকে ঘনিষ্ট বালাম ভোকাল ও লীড গীটারিস্ট হিসেবে এবং শামস ভোকাল ও কীবোর্ডিস্ট হিসেবে আসেন আর বেজ গীটারের দায়িত্ব নেন বিজু। তবে এই লাইন আপের আগে অল্প কিছুদিনের জন্য কীবোর্ডে দ্যা ট্র্যাপ এর মাহবুব এবং বেজ গীটারে পেপার রাইম-এর প্রাক্তন ও আর্কের বর্তমান সদস্য সুমন ছিলেন। কীবোর্ডিস্ট, লীড ও বেজ্ গীটারিস্ট এর সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হলেও সঞ্জয় এর পর ওয়ারফেইজ এর হাইস্কেলের গান ধরার জন্য ভালো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভোকাল এর জন্য বহু জনের ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে মিজানকে ওয়ারফেইজ পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। বর্তমানে দলে আছেনঃ

মিজান — ভোকাল
কমল — লীড গীটার
বালাম— লীড গীটার ও ভোকাল
বিজু — বেজ গীটার ও ভোকাল
শামস — কীবোর্ডস্ ও ভোকাল
টিপু — ড্রামস্ ও পারফিউশনস্

এর এত দূরে আসার পিছনে মবিন, দূরে, মন্টি, মাজেদ, রাসেল, মাহবুব, কবির (রেইনবো), ফুয়াদ, সুমন (পেপার রাইম ও আর্ক), রুশো, হামীম, আলভী, বাচ্চ [টিপ-র মেজ ভাই] সহ আরও অনেক শুভাকাখীর অবদানের কথা দ্বিধাহীন ভাবে স্মরণ করেছে ওয়ারফেইজ।

বর্তমান লাইন আপ নিয়ে ওয়ারফেইজ ঈদ উপলক্ষে তাদের পঞ্চম অ্যালবাম 'আলো' ইতিমধ্যে বাজারে ছেড়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি মিউজিক ভিডিও এবং সঞ্জয়ের গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলো মিজানের গলায় রিমেক করতে চরম ব্যস্ত, তথাপি ওয়ারফেইজ এখন যেকোন জায়গায় যেকোন সময় শো করতে পুরোপরি প্রস্তুত।